দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ..... 7 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .....

দাখিল পরীক্ষার ছিনতাই হওয়া উত্তরপত্র উদ্ধার করা যায়নি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষা ২০০৩-এর ছিনতাই হওয়া সাড়ে তিন শ' উত্তরপত্র গত

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

দাখিল পরীক্ষার ছিনতাই

(প্রথম পাতার পর)

২৪ ঘণ্টায়ও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবু মুসা মোঃ হেমায়েতউদ্দিন বলেছেন, এ বিষয়ে পরীক্ষা কমিটি ব্যবস্থা নেবে। খোয়া যাওয়া উত্তরপত্রের সন্ধানে রমনা পুলিশ অর্ধ শত পুরনো কাগজ বিক্রেতার দোকানে অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়। রমনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বলেছেন, সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্র এ ঘটনায় জড়িত রয়েছে। দুর্বৃত্তরা মূল্যবান কোন কিছু সন্দেহে উত্তরপত্র ভর্তি বস্তা ছিনতাই করে। সোমবার রাতে এ নিয়ে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি থানার মাঠের বাজার এবিএস ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক রায়হানুর রহমান মামলা দায়ের করেন। থানার এসআই কাদিরকে মামলার তদন্তভার দেয়া হয়েছে।

তিনি জানান, উত্তরপত্রগুলো উদ্ধার করতে তিনি নগরীর অর্ধ শত পুরনো কাগজ বিক্রেতার দোকানে অভিযান চালিয়েও এর হদিস করতে পারেননি।

মঙ্গলবার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলা হলে তিনি জানান, রমনা থানায় মামলা দায়ের হওয়ায় এ বিষয়ে তাঁরা কোন তদন্ত কমিটি গঠন করছেন না।

তিনি বলেন, পরীক্ষকদের কাছ থেকে খাতা ফেরত আসলে খোয়া যাওয়া উত্তরপত্র কোন্ এলাকার তা বেরিয়ে আসবে। তখন পরীক্ষা কমিটি বসে এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আবার পুলিশ খাতা উদ্ধার করতে পারলেও বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেবে ওই কমিটি।

সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রমনা থানার শাহবাগ এলাকায় প্রায়ই ছিনতাই হচ্ছে। সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী দল নিরীহ নগরবাসীসহ ঢাকায় নবাগতদের মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ছিনতাইকারী চক্রটি প্রেসক্লাব এলাকা থেকে বাংলামোটর পর্যন্ত ওপেনসিক্রেট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এদের কোপানলে পড়ে নিরীহ মানুষ সর্বস্ব হারালেও পুলিশী তৎপরতা কোন সময়ই ভাল ছিল না।